# পশ্চিমবঙ্গের - পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ : তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৭১ - ২০১৬)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে
পি. এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণামূলক প্রবন্ধ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পার্থ প্রতিম বাসু

অধ্যাপক

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা - ৭০০০৩২

গবেষক

স্বপন সরকার

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৩

# ভূমিকা (Introduction)

ভারতীয় সংবিধানের ৩২৬ নং ধারা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত আছে। ধর্ম, ভাষা, জাতি, জন্মস্থান নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ নির্বাচনে ভোট দান ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অধিকারী। আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে বলা হয় জনগণের শাসন। জনগণ তো আর প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে না, তাদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শাসন করেন। ভারতীয় গণতন্ত্রে সাংবিধানিক সংরক্ষণের ফলে দলিত জাতির জন্যে কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিত্ব করার জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। সংরক্ষিত আসন থেকে যেসকল জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাঁরা শাসন কার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন। সুতরাং দলিত ভোটদাতাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ কতটা আছে, তা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। এ প্রশ্নকে সামনে রেখেই বিশেষ করে আমাদের গবেষণার বিষয় হিসাবে ধরা হয়েছে। আমাদের দেশের সাংবিধানিক আইনসভায় মতামত দেওয়ার অধিকারী হতে হলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যে দলিতজাতি তাঁদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করে, আইনসভায় নিজজাতির উন্নয়নের পক্ষে সওয়াল হতে পারেন, তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং এদেশে সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য রূপে চিহ্নিত মানুষের, আইনি-সাংবিধানিক ভাষায় তপশিলি জাতিভুক্ত হওয়ার থেকে 'দলিত' পরিচিতিতে সংগঠিত হওয়ার একটা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। এক্ষেত্রে তপসিলি জাতিকেই ১৯৭০-এর দশকে আম্বেদকরপন্থীরা মহারাষ্ট্রে দলিত প্যান্থার সাহিত্য আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সারা ভারতে দলিত নামে পরিচিতি পায়। 'দলিত' রূপে পরিচিতি, 'দলিত'-দের সমস্যা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের দাবি হিসাবে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতি-বর্ণ চেতনা ভারতীয় রাজনীতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে; তবে গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক পরিকাঠামোর অভ্যন্তরে সেই রাজনীতিতে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় - দলিত জাতিসমূহের ক্ষমতায়ন ও সম্মানের জন্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার লড়াই। যেমন পশ্চিমবঙ্গে মতুয়া আন্দোলনের মর্যাদা ও আত্মশক্তিই নমঃশূদ্রদের সংগঠিত হওয়ার প্রেরণার মধ্য দিয়ে দলিত চেতনাজাত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে লোকসভা ও বিধানসভায় নিজ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে কতটা অনুপ্রাণিত করে, সেটাও তুলে ধরা হয়েছে। আবার পৌণ্ড্র মহাসংঘের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে যেমন শিক্ষাদীক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি আবার সামাজিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা রাজনৈতিক সচেতনতাও আমাদের গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের মধ্যেও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখতে কতটা অনুপ্রাণিত করে, সেটাও আমরা গবেষণায় আলোকপাত করেছি। ১৯৯০ এর

দশকে 'বাংলা দলিত সাহিত্য সংস্থা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দলিতদের দৈনন্দিন সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ যেমন উঠে এসেছে, তেমনি সাহিত্যে 'স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাত্বে'র মানদণ্ডের বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির একাধিক লেখক তাঁদের নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বঞ্চনা, ঘৃণা ও অমর্যাদার কথাগুলি বিভিন্ন আত্মচরিতমূলক গ্রন্থে, উপন্যাসে, সাহিত্যে, আলোকপাত করেছেন, যা আমাদের গবেষণা পত্রের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উক্ত দলিতজাতি দু'টি কি শুধু ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, নাকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারেন? আবার ভারতীয় রাজনীতিতে দলিত জাতির নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাংবিধানিক সংরক্ষণের পটভূমিতে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির রাজনৈতিক চেতনায়, দলিত জাতির দু'টির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াটা কি নিজ নিজ জাতির উন্নতির প্রেক্ষাপটে লোকসভা ও বিধানসভায় ভূমিকা রাখতে পেরেছে? ভারতীয় দলিতজাতির সকল জাতিরই রাজনৈতিক সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও কি নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সমসংখ্যক ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা রাখতে পেরেছে? এই প্রশ্নবোধক জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার জন্যই, আমরা আমাদের গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের দু'টি দলিত জাতি – 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' ও 'নমঃশূদ্রর' রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত) করা হয়েছে।

## গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা (Rationale of the Research)

সারা ভারতেই সব ধরনের দলিতজাতির উপর ঐতিহাসিক দমন, পীড়ন ও শোষণের ইতিহাস যুগযুগ ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। অতএব, দেশের যেকোন রাজ্যে বা অঞ্চলে সেই সর্বভারতীয় পরিস্থিতির কমবেশি প্রকাশ ঘটেছে তাই, এই সত্যকে বাদ দিয়ে, শুধুমাত্র কোনো বিশেষ অঞ্চলের দলিতদের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়। আমাদের গবেষণা সেই বৃহত্তর সর্বভারতীয় আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই করা হয়েছে। কিন্তু, তথাপি নিবিড় গবেষণার স্বার্থে আমরা আমাদের গবেষণা মূলত পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেছি, নিবিড়ভাবে গবেষণা করে, তা আমরা বৃহৎতর ভারতীয় রাজনৈতিক আঙ্গিনায় গবেষণার প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক জাতিগত রাজনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে। আর পশ্চিমবঙ্গ ধরেছি এই কারণে যে নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই এদের অধিক সংখ্যক মানুষের বসবাস, আবার পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলোর মধ্যে নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এদের বসবাস সর্বাধিক। এই কারণে উক্ত জেলা তিনটি ধরেছি এবং জেলা তিনটির কিছু সংখ্যক ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্র হল কলকাতা মহানগরের একান্ত সংলগ্ন, আবার

বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্র বেশ দূরে অবস্থান হওয়ার দরুন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজের পক্ষে কতটা উন্নতি বা অবনতি হয়েছে, তা, অনুসন্ধান করে এবং জাতি দু'টির অংশগ্রহণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ আকারে লিপিবদ্ধ করেছি। এই তিনটি জেলায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রর সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এই সংখ্যাধিক্য হওয়ার কারণ হল, নমঃশূদ্ররা মূলত দেশ ভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে নদীয়া ও অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছে। বর্তমানে এদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও নদীয়াতে। আবার পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী ও কিছু সংখ্যক দেশভাগের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় বসতি স্থাপন করেছে এবং বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতেই এদের সংখ্যাধিক্য। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সংশ্লিষ্ট তুলনামূলক পর্যালোচনার উপর গবেষণামূলক কাজের সংখ্যা অতি নগণ্য। সেদিকে লক্ষ রেখেই গবেষণাটি করা হয়েছে, কাজেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ধারনা আমরা অর্জন করতে পেরেছি।

## গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Research)

ভারতবর্ষে দলিত জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও অবদমিত অবস্থান সর্বজনবিদিত। এ বিষয়ে অনেক গবেষণাও হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সব রাজ্যে দলিতদের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান ও অংশগ্রহণের ইতিহাস এক রকম নয়। রাজ্যস্তরে বিশেষত জেলাস্তরে এ বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং গবেষণার সংখ্যা তুলনাক্রমে কম। তাছাড়া দলিতদের মধ্যেও সর্বত্র বিভিন্ন উচ্চ-নীচ জাতিস্তর বিদ্যমান। এই কারণেই বিভিন্ন দলিত জাতির ভিন্ন অবস্থান ও ভিন্ন স্বার্থের কারণেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানেও দৃষ্টিভঙ্গীগত, আচরণগত পার্থক্য বিদ্যমান। উক্ত বিভেদ ও উন্নয়নের অসম বিকাশের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের অবস্থানটাও বেশ সহজেই আমাদের চোখে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতেই জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক সংরক্ষণেও দলিতদের মধ্যে বিতর্ক, জাতিগত এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করতে পেরেছি এবং তা আমরা আমাদের গবেষণায় কমবেশি লিপিবদ্ধ করেছি। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র দলিতজাতি দু'টির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষত রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে উক্ত দলিত জাতি দু'টির সামাজিক অবস্থান, তাদের উচ্চ-নীচ্চ বিভেদ, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য, অর্থনৈতিক মেরুকরণ ও পৃথক অবস্থানের যেসকল তারতম্য আমরা পেয়েছি, সেগুলো আমাদের গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের দেশের সমাজ ব্যবস্থায় জাতি-ভিত্তিক ভেদাভেদের প্রেক্ষাপটটি কি, রাজনৈতিক নাকি হিন্দু সমাজের রীতি-নীতির ধর্মীয় বিধান,

নাকি কর্মনিযুক্ততার উপর ভিত্তি করে প্রোথিত ও গ্রোথিত - এই আলোচনার লক্ষ্যে সেই সত্যের অনুসন্ধান করে সেগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। এছাড়াও তাঁদের জাতিগত রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যা সমূহের একটা তুলনামূলক পর্যালোচনা আমরা করেছি।

## সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

আমাদের গবেষণার বিষয়টির উপর এ পর্যন্ত প্রামাণ্য গবেষণা দুর্লভ। আলাদা-আলাদাভাবে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ আছে। আরও কিছু গ্রন্থ আছে যেগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের অন্যান্য দলিতদের সম্পর্কে আলোচনা করার পাশাপাশি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা নমঃশূদ্রদের নিয়েও কমবেশি আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে নিয়ে যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরাও নিজ নিজ জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন। আমাদের গবেষণায় সর্বভারতীয় স্তরের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর যাঁরা ক্ষেত্র'সমীক্ষা করেছেন এবং জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর কাজ করেছেন, সেই সমস্ত কাজের কয়েকটি গ্রন্থকেও পর্যালোচনা করা হবে। এবারে আমরা নিম্ন কয়েকটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব।

'Sekhar Bandyopadhyay, *Caste, Protest and Identity in Colonial India The Namasudras of Bengal', 1872-1947, Second Edition* (With a new Postscript) Oxford University Press, London, 2011: অধ্যাপক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের সময় সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ছিল। দ্বিতীয় বার প্রকাশ করার সময় লেখক আরেকটি অধ্যায় সংযুক্ত করেন। এই গ্রন্থটি নমঃশূদ্র জাতির আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি সংক্রান্ত এবং এখানে মতুয়াদের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটেও আলোচনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে নমঃশূদ্র তথা মতুয়া সমর্থন পাওয়াটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। উপরি উক্ত গ্রন্থ পর্যালোচনায় আমরা নমঃশূদ্র জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পারলাম। এছাড়াও নমঃশূদ্র জাতির সামাজিক আন্দোলনের পটভূমিও জানা গেল। কিন্তু এই গ্রন্থ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনার উল্লেখ আমরা পেলাম না।

ডঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, 'বঙ্গ মূলনিবাসী একটি জনগোষ্ঠী', বঙ্গ পাঠক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫: এই পুস্তকে গবেষক দ্বাদশ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট করে নমঃশূদ্র জাতিকে বঙ্গের মূলনিবাসী ও বঙ্গ নামে অভিহিত করেছেন।

উপরি উক্ত পুস্তক পর্যালোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, বর্তমানে যাঁরা নমঃশূদ্র নামে পরিচিত তাঁদেরকেই তিনি বঙ্গজাতি বলে মনে করেন। এখন প্রশ্ন হল যে, জাতির নামের পরিবর্তনেই কি তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। এই গ্রন্থ থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনার উল্লেখ আমরা পেলাম না। প্রসঙ্গক্রমে, আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তকটি আংশিক প্রয়োজন হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

Debi Chatterjee, '*Dalit rights/Human rights*', Rawat Publications, New Delhi, 2011: গ্রন্থটিতে দলিতদের অধিকার ও মানবাধিকার সহ বিশ্বায়িত সমাজের প্রেক্ষাপটে ভারতের দলিত শিশু ও মহিলাদের শ্রম অধিকার নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

Rajni Kothari (edited), 'Caste in Indian Politics', (First published by Orient Longman Pvt. Ltd. 1970) Orient Blackswan impression, New Delhi, 2010: গ্রন্থটিতে লেখকেরা ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করেছেন। যেমন সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত হওয়ার কারণ নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে মাহারদের রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করা হয়েছে। গুজরাটে ক্ষত্রিয়রা রাজনৈতিক স্বার্থেই কীভাবে সংঘবদ্ধ হল তারও উল্লেখ করা হয়েছে। আদিম নাদাররা কীভাবে তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করল সে সম্পর্কিত আলোচিত হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশে দুটি প্রভাবশালী জাতির দলাদলি এবং রাজস্থানের জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলাদলি ও বিহারের রাজনৈতিক সদস্য পদ লাভের ক্ষেত্রেও জাতি-ভিত্তিক মানদণ্ডের নিয়ামক নিয়ে গ্রন্থটি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Suhas Palshikar, K.C. Suri, Yogendra Yadav (edited), Party Competition in Indian States, "Electoral Politics in Post-Congress Polity" Oxford University Press, New Delhi, 2014: এই সম্পাদিত গ্রন্থটিতে লেখকেরা ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভা ও বহুসংখ্যক অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পালাবদলের পরবর্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভারতীয় জনতা দল ও আঞ্চলিক দলের নির্বাচনী ভূমিকা নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক নৈপুণ্যতা কীভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের নির্বাচনী স্থায়িত্ব শায়িত অবস্থা থেকে পছন্দের উন্নয়নেও উভয়সঙ্কট সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। এবং উত্তরপ্রদেশে জাতি-ভিত্তিক

রাজনৈতিক সমর্থনেও ভাটা পড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ১৯৯৯-২০০৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের উত্থান ও পতনের কারণ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

Rajni Kothari, 'Politics in India', (First published by Orient Longman Pvt. Ltd. 1972) Orient Blackswan impression, New Delhi, 2013: গ্রন্থটিতে গবেষক ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উন্নয়নের সূত্র হিসাবে তুলে ধরেছেন, হিন্দু সমাজের নিয়মনীতি এবং মুসলিমদের প্রভাব ও ব্রিটিশ প্রভাবের ফলে কিভাবে জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা সমস্যা সৃষ্টি করেছিল; এছাড়াও আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই যে রাজনৈতিকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ ও আমলাতন্ত্রকে সঠিক গণতান্ত্রিক পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব; ভারতীয় রাজনৈতিক গণতন্ত্রে জোটসরকার গঠনের প্রেক্ষাপটে তথাকথিত ক্ষমতাসীন দলকে, জাতি-ভিত্তিক সমাজের শর্তাবলীকে ও রাজনৈতিক সামাজিক পরিবেশের এবং জাতীয় সংহতি, রাজনৈতিক অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশের উপর, লক্ষ রাখতে হয় বলে উল্লেখ করেছেন।

Ganapathi, Palanithurai, 'Dalit and Dalit Representative in Rural Local Governance Voices from the Field', Concept Publishing Company PVT., LTD. New Delhi, 2013: গ্রন্থটিতে লেখক প্রথমেই তামিলনাড়ুর জেলাস্তরে শাসনতান্ত্রিক পঞ্চায়েত ও জাতি পঞ্চায়েতে দলিতদের বৈষম্যমূলক অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। দলিত জাতির ভূমির মালিকানা অধিকার ও দলিত মহিলারা কীভাবে বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং নির্বাচিত দলিত জনপ্রতিনিধিরা কীভাবে তাদের পঞ্চায়েতে অসুবিধার সম্মুখীন হন, সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক দলিত জাতির গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এছাড়াও যে সমস্ত দলিতজাতি ভূমির মালিকানা না পাওয়ার জন্যে যেধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হন, তা যে শালিসিসভায় তাদের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রতিবিধানের দাবি তোলাকেও তুলে ধরেছেন।

মহেন্দ্রনাথ করণ, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ', ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল কর্তৃক পুনর্মূদ্রণ, তেঁতুলবেড়িয়া, কলকাতা, ২০০১: লেখক গ্রন্থটিকে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পুস্তকে লেখক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সামাজিক পদমর্যাদার কথাই বারংবার উল্লেখ করে তাদের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সমকক্ষ বলে প্রতিপন্ন করেছেন, যা বাস্তবে হিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য হওয়াটা যথেষ্ট কঠিন। যদিও বংশানুক্রমিক সামাজিক উচ্চ-নীচ জাতি বিচারের থেকেও এই সময় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং কাজের ক্ষেত্রে জাতের স্বীকৃতি ও অবস্থানকে অধিক সম্মান দেয়। এই গ্রন্থ থেকে নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে তেমন কোন আলোচনার উল্লেখ আমরা পেলাম না।

ধূর্জটি নস্কর, 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক', চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৯৬: এই গ্রন্থটিতে লেখক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির বিশিষ্ট রাজনৈতিক ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে আলোচনা করেছেন।

নরেশচন্দ্র দাস, 'নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ', দীপালি বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ): গ্রন্থটিতে নমঃশূদ্র জাতির উৎপত্তির ইতিহাস, পদবী ও ধর্মীয় মনোভাব এবং সামাজিক শিক্ষামূলক ও রাজনৈতিক জাগরণ নিয়ে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও, বর্তমানে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জাতির অবস্থান খানিকটা পর্যালোচিত হয়েছে।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, (যুগ্ম সম্পাদনা) 'জাতি, বর্ণ, বাঙালী সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮: গ্রন্থটিতে বিভিন্ন গবেষক বাংলার জাতির উৎপত্তি ও তাদের আন্দোলন নিয়ে গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন। বিশেষত, নমঃশূদ্র, রাজবংশী এবং অন্যান্য দলিতজাতির সমাজের জাতিভেদ নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর', বিশ্বাস পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯: গ্রন্থটিতে আম্বেদকর ও বাংলার নমঃশূদ্র জাতির নেতা যোগেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ করেছেন লেখক। এছাড়াও বাংলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটি নিয়েও লেখক আলোচনা করেছেন।

জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, 'মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃ কারা এবং কেন?' বঙ্গদর্শন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫: গ্রন্থটিতে সংবাদপত্রের ও ক্ষেত্র সমীক্ষার সহযোগিতায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ৭০-এর দশকে নিম্নজাতির উদ্বাস্তুদের অধিকার প্রদানে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কী কী ভূমিকা পালন করেছে, এই সম্পর্কে লেখক মতামত ব্যক্ত করেছেন।

রণজিত কুমার সিকদার, 'মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ', ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭: উক্ত গ্রন্থটিতে লেখক বঙ্গদেশের তপসিলি নেতা তথা নমঃশূদ্র জাতির অন্যতম নেতা-র রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রণজিত কুমার সিকদার, 'বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডঃ আম্বেদকর', ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬: লেখক আম্বেদকরের জীবনী ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে তুলে ধরেছেন। আবার এরই সাথে সাথে তিনি বঙ্গদেশের নমঃশূদ্র জাতির নেতাদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন।

প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর, 'আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি', বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুর নগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৫: গ্রন্থটিতে নমঃশূদ্র জাতির মতুয়া ধর্মীয় মতামত স্থাপনকারী বংশের পরম্পরা সম্পর্ক নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

নরোত্তম হালদার, 'গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ', চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০০: বাংলার জাতি ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করার প্রসঙ্গে লেখক তপসিলি জাতির আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দিকও তুলে ধরেছেন।

নরোত্তম হালদার, 'গঙ্গারিডি ও অন্যান্য প্রবন্ধ', দক্ষিণায়ন, কলকাতা, ২০০৬: এই গ্রন্থে লেখক পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির আর্থসামাজিক অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দেবী চ্যাটার্জী, 'পতিত', ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০২: গ্রন্থটিতে ভারতের সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় মতাদর্শ এবং সমাজ সংস্কারকদের ভূমিকা নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র-মনীষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ , কলকাতা, ২০১৩: এই গ্রন্থে সম্পাদক দুইজন পৌণ্ড্র-মনীষার দুটি গ্রন্থে আলোচিত রাজেন্দ্রনাথ সরকার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বনাম ব্রাত্যক্ষত্রিয় এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাচার, এর আর্থসামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র-মনীষা' (তৃতীয় খণ্ড), পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১৪: এই গ্রন্থে সম্পাদক পাঁচজন পৌণ্ড্র-মনীষার ছয়টি গ্রন্থের ও 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বান্ধব' পত্রিকার নির্বাচিত অংশের সংকলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজ, বৃত্তিবিচার ও নবজাগরণ নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদক), 'পৌণ্ড্র-মনীষা' (চতুর্থ খণ্ড), পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১৫: এই গ্রন্থে সম্পাদক দুইজন পৌণ্ড্র-মনীষার দুটি গ্রন্থ এবং 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' ও 'সমাজ-দর্শন' পত্রিকার, আর্থসামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ডঃ নন্দদুলাল মোহান্ত, 'মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ', ঊষা প্রেস, কলকাতা, ২০০২: গ্রন্থটিতে দলিত আন্দোলন ও মতুয়া ধর্মান্দোলন এবং মতুয়াদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনা সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছে।

মহানন্দ হালদার, 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত', শ্রী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, সংঘাধিপতি মতুয়া মহাসংঘ কর্তৃক সর্ব্বসত্ত সংরক্ষিত ও প্রকাশিত, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১২:

গ্রন্থটিতে নমঃশূদ্র জাতির শিক্ষা অর্জন ও কর্মের পথ এবং দলিত জাতির মুক্তির নানান পথ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

## গবেষণার শূন্যতা (Research Gap)

উপরিউক্ত পুস্তকগুলি থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্যগুলি পেলাম তা থেকে আমাদের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় নি। আবার উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে সবগুলিই গবেষণা প্রণীত পুস্তক নয়। এই গ্রন্থগুলির সবক্ষেত্রে মৌলিক উৎস, ক্ষেত্র'সমীক্ষা প্রভৃতি গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অনুসরণ করা হয় নি বলেও আমরা দেখতে পেয়েছি। বিশেষত নমঃশূদ্র এবং পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভূমিকার তুলনামূলক পর্যালোচনা উপরিউক্ত পুস্তকগুলির একটির মধ্যেও নেই। আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলায় এই দুটি দলিত জাতির সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং তাদের জাতিগত সমস্যা সমূহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এই গবেষণার ফলে বিশেষত শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও নীতি নির্ধারকগণও উপকৃত হবেন। কাজেই জাতি-ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমাদের গবেষণাটি নতুনত্বের দাবিদার।

## গবেষণার প্রশ্ন (Research Question)

আমাদের গবেষণায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছিঃ
রাজনৈতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রর সংসদীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে কোনো জাতি কেন অংশগ্রহণে এগিয়ে বা পিছিয়ে তার তাৎপর্য কী? এক্ষেত্রে আমরা লোকসভা ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশগ্রহণে জাতি দুটির তুলনামূলক তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা কী? এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করা হয়েছে। এবং উক্ত দলিত জাতি দুটির কোনো জাতি সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ কোনো জাতির সংখ্যা অধিক এবং কোন জাতির সংখ্যা কম করেছে, তার তুলনামূলক অবস্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। আবার সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা যে যে নির্বাচন গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, সেগুলো হল, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০২, ২০১১, ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দুই চব্বিশ পরগনাও নদীয়ার সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রতে এবং লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪ সালের। উক্ত সাল গুলো ধরার বেশ তাৎপর্য আছে। যেমন ১৯৭১ সালটা ধরার প্রধান কারণ হল, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার কারণেই তাদের বহুসংখ্যক মানুষকে বাংলাদেশ

ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে বাধ্য হয়ে বসবাস করতে হয়, কাজেই এই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে যায় উক্ত জেলা তিনটিতে। এবং পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যদিও ১৯৭৮-২০১৬ সাল পর্যন্ত ধরা হয়েছে, তা সত্ত্বেও পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র অধ্যুষিত গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচনী ক্ষেত্রতে যেসকল নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণ কী কী কারণে তাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অনুসন্ধান করে গবেষণা পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

একটি জাতি অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ কেন করল, অন্য জাতিটি কেন করল না, তার উত্তর অনুসন্ধান করাও হয়েছে? এই অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে আমরা নমঃশূদ্রদের ১৯৭১ সালে ও ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এবং ১৯৭১ সালে ও ২০১৪ সালের লোকসভায় আর পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ১৯৭৮ সালে ও ১৯৯৩ ও ২০১৩ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণে অনেক কমবেশি প্রার্থীদের অংশগ্রহণ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। উক্ত তিনটি স্তরের নির্বাচনের ১৯৭১ এর দশকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্ররা নির্বাচনীতে অংশগ্রহণের সংখ্যাটা অনেক কম আমরা দেখতে পেয়েছি। ১৯৯০ এর দশকের নির্বাচন গুলোতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় সমান সমান। আবার ২০১০ এর দশকের নির্বাচন গুলোতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের থেকে নমঃশূদ্রদের নির্বাচনী প্রতিনিধির সংখ্যা বেশি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। উক্ত প্রশ্নের কারণ ও তাৎপর্য আমরা ব্যাখ্যা করে গবেষণা পত্রে লিপিবদ্ধ করেছি।

রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় নাকি নমঃশূদ্র জাতি অধিক ভূমিকা রেখেছে, তাঁদের নিজ নিজ জাতির জন্যে তারও একটা তুলনামূলক আলোচনা আমাদের গবেষণায় করা হয়েছে? এপ্রসঙ্গে আমরা দেখতে পেয়েছি দেশভাগের নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা অনেকটা পিছিয়ে ছিল। এর কারণ হল নমঃশূদ্ররা মতুয়া আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক, শিক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার এবং চেতনাবোধে পৌণ্ড্রদের থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিল। দেশভাগের ফলে নমঃশূদ্ররা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিঠিয়ে বসবাস ও বহুসংখ্যক নমঃশূদ্র বর্তমানের বাংলাদেশে থাকার কারণে ১৯৫০ এর দশক থেকে ১৯৮০ এর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রদের থেকে পিছিয়ে। আবার ১৯৯০ এর দশক থেকে ২০১০ এর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রদের থেকে নমঃশূদ্ররা এগিয়ে যায়। আমরা আমাদের গবেষণা পত্রে এর কারণ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লিপিবদ্ধ করেছি।

## গবেষণার পদ্ধতি (Methodology of Research)

আমাদের গবেষণা মূলত ক্ষেত্র'সমীক্ষার নমুনার ভিত্তিতে করা হয়েছে। নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনাও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাএই তিনটি জেলাতে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র পদ্ধতিতে ক্ষেত্র'সমীক্ষা করা হয়েছে। এই ভাবেই পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের আর্থসামাজিক ও

রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের গবেষণা পত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও ক্ষেত্র'সমীক্ষায় কিছুসংখ্যক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের পদ্ধতিও অনুসরণ করেছি। তবে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ, গবেষণার পদ্ধতির বিন্যাস এবং প্রাথমিক তথ্যের (primary source) বিশ্লেষণের প্রয়োজনে মাধ্যমিক উৎসের (secondary source) তথ্যও ব্যবহার করা করেছি। এই দুই দলিতজাতি সম্বন্ধে এবং তাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত সরকারি এবং বেসরকারি দলিল ও দস্তাবেজ এবং  সাময়িক ও দৈনিক পত্র-পত্রিকা, জাতিগত প্রচার পুস্তিকা, ওয়েস্টবেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার, রাজ্য আর্কাইভ, নির্বাচন পরিষদের বিবরণ, লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিতর্কের বিবরণী, ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত দলিত জাতির উপরে বার্ষিক মূল্যায়ন রিপোর্ট, তথা মণ্ডল কমিশন প্রভৃতির রিপোর্ট তথ্যের সূত্র হিসাবে আমরা আমাদের গবেষণা পত্রে অধিক ব্যবহার করেছি।

আমাদের গবেষণায় যে সমস্ত স্তরের নির্বাচন গুলিকে ধরেছি, সে গুলি হল লোকসভা, বিধানসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। এক্ষেত্রে আমাদের গবেষণায় জেলা তিনটির অন্তর্গত পৌরসভাগুলিকে ক্ষেত্র'সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর কারণ হল, উক্ত দুটি দলিতজাতির মানুষ পৌরসভার তুলনায় গ্রামে অধিক সংখ্যায় বসবাস করেন। কিন্তু বিধানসভার বিধায়কদের ও লোকসভা সাংসদদের ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে উপরি উক্ত তিনটি জেলাই ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর আছে, তবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি স্তরের সামগ্রিক ক্ষেত্র'সমীক্ষা করা হয়নি। এক্ষেত্রে জেলা পরিষদ,  পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষেত্র'সমীক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যাধিক্য সেখান থেকে কিছু সংখ্যক জেলা পরিষদের সদস্যকে এবং পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রামপঞ্চায়েত নমুনা হিসাবে বেছে নিয়ে ক্ষেত্র'সমীক্ষা করা হয়েছে।

সময় ধরা হয়েছে, মূলত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত। উক্ত সময়টা ধরার মূল উদ্দেশ্য হল, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্র জাতির জনসংখ্যার একটা সমতা রাখা। নমঃশূদ্ররা মূলত দেশ ভাগের পরে বাংলাদেশে ১৯৬৪ সালের জাতি দাঙ্গা এবং খাদ্য সংকটের ফলে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়। এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার ফলেও নমঃশূদ্র বাংলাদেশে থাকতে না পেরে তাঁরা দলে দলে ভারতে চলে এসে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা তে বসতি স্থাপন করেন। নমঃশূদ্র শরণার্থীদের একটা প্রবাদ ছিল 'মুজিবরের দিয়ে ভোট ট্রোল টোপলা নিয়ে ওঠ' (মানে শরণার্থী হয়ে ভারতে চলো)। যেহেতু পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মূলত পশ্চিমবঙ্গের আদি অধিবাসী, ফলে আমাদের দেশে

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে ১৯৭১ সালের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের আগে পর্যন্ত পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির মানুষের সংখ্যা নমঃশূদ্র জাতির মানুষের সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ বেশি ছিল। প্রসঙ্গত ১৯৭১ সালের নির্বাচনের সময় উক্ত দুইজাতির মানুষের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে যায়। এই জন্যেই আমরা আমাদের গবেষণায় ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ধরেছি। আর পঞ্চায়েত স্তরে সময়সীমা ধরা হয়েছে ১৯৭৮ সালের পর থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত। এর কারণ ১৯৭৩ সালের নতুন পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর বিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার দরুন, এই সময়টা ধরা হয়েছে।

## পরিচ্ছেদ বিন্যাস (Chapterization)

আমরা আমাদের গবেষণা পত্রকে আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। ভূমিকাতে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার শূন্যতা, বিশেষ করে গবেষণা প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, পদ্ধতি ও প্রতি পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা এবং জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও দলিত শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্য থেকে মূলত ধর্মশাস্ত্র থেকে নেওয়া আহৃত তথ্য ও প্রাচীন, মধ্যকালীন, ঔপনিবেশিক যুগের উপর লেখা পুস্তক-পুস্তিকা, নথিপত্র থেকে গবেষণার প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত বক্তব্যের উপর নির্ভর করে ভারতের জাতি-ভিত্তিক তথা জাতিভেদ সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বিতর্ক ও আদিস্থান সংক্রান্ত বিতর্ক এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সর্বোপরি ভারতের হিন্দু সমাজের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন যুগে জাতিভেদ কাঠামো কী রূপ অবস্থায় ছিল তা নিয়ে আলোকপাত করাও হয়েছে। এছাড়াও ভারতের রাজনীতিতে জাতি-ভিত্তিক রাজনীতির উত্থান ও দলিত শব্দের উৎপত্তি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন সরকারি দলিল, দস্তাবেজ, এবং এর উপরে লেখা বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা ও বিভিন্ন সংবাদ পত্র থেকেও তত্ত্ব, তথ্য হিসাবে আমাদের এই পরিচ্ছেদে ব্যবহার করা হয়েছে।

নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আমাদের গবেষণা পত্রে আলোচনা করা হয়েছে। নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আর্থসাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে আমরা ভারতীয় ধর্মীয়শাস্ত্র এবং নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির উপর লেখা পুস্তক-

পুস্তিকা ও তাঁদের জাতিগত পত্র-পত্রিকা এবং সরকারি দলিল দস্তাবেজ ব্যবহার করেছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা নমঃশূদ্রদের আর্থসামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এদের আদি বাসভূমি বর্তমানের বাংলাদেশের যেসকল অঞ্চলে বসবাস করতেন, সেই সকল অঞ্চলের সামাজিক এবং আর্থিক ইতিহাস নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। নমঃশূদ্র জাতির চণ্ডাল নাম মোচনের আন্দোলনের ও দেশ ভাগের ফলে তাদের উদ্বাস্তু হওয়ার ও নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের দাঙ্গার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও দেশ ভাগের আগে ও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাদের পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। আর পৌণ্ড্রদের আর্থিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার সাথে তাদের সামাজিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা মানসিংহের এবং প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে বীরত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও দেশ ভাগের ফলে তাঁদের কিছু সংখ্যক মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে। যদিও অধিকাংশ পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের আদি নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গে, কাজেই তাঁদের উদ্বাস্তু আন্দোলনের তেমন কোনো আলোচনা করা হয়নি। এছাড়াও দেশ ভাগের আগেও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁদের পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা এক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৭, ২০০১, ২০১১, ২০১৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে দুই চব্বিশ পরগনাও নদীয়ার সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রতে এবং লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯, ২০১৪ সালের নির্বাচনগুলোতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করার সাথে সাথে উক্ত জাতিদুটির জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার ও পদবী নিয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও লোকসভার গঠন ও সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্রতে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে দুই চব্বিশ পরগনার ও নদীয়ার নির্বাচনী ক্ষেত্রতে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নাম জাতি ও রাজনৈতিক দল, প্রাপ্তভোট ও ভোটের শতাংশ এবং নমঃশূদ্র না কি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে বা পিছিয়ে, তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে ভারত সরকারের নির্বাচন কমিশন থেকে প্রকাশিত দলিল, রিপোর্ট ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দলিল ও রিপোর্ট এবং ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারা থেকে উপযুক্ত প্রাপ্ত তথ্য নিয়েছি। এছাড়াও উক্ত জাতি দু'টির কিছু সংখ্যক মানুষের নিকট থেকে গবেষণার

প্রয়োজনে প্রশ্নমালা করে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যও নেওয়া হয়েছে, নমুনা হিসাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা ১৯৭১ - ২০১৬ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে দুই চব্বিশ পরগনার ও নদীয়ার লোকসভায় নির্বাচিত সাংসদদের লোকসভায় কীধরণের ভূমিকা রাখতে পেরেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় উক্ত জাতিদু'টির বিধায়কগণ কী কী ভূমিকা রেখেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও নমঃশূদ্র না কি পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা লোকসভায় ও বিধানসভায় ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে দুই জাতির মধ্যে কোন জাতি এগিয়ে বা পিছিয়ে তার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে আমরা তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত লোকসভার বিতর্ক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিধানসভার বিতর্ক এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা প্রকাশিত দলিল ও রিপোর্ট ও ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারা থেকে উপযুক্ত প্রাপ্ত তথ্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উক্ত জাতি দুটির উপর প্রাকাশিত রাজনৈতিক পুস্তক-পুস্তিকা, জাতিগত পত্রিকা, বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সংবাদ পত্র-পত্রিকা এবং কিছু সংখ্যক মানুষের নিকট থেকে গবেষণার প্রয়োজনে প্রশ্নমালা করে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যও নেওয়া হয়েছে, নমুনা হিসাবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সময় সীমা ১৯৭৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত ধরে এবং নদীয়া ও দুই চব্বিশ পরগনার উক্ত জাতি দুটির সংখ্যাধিক্য গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি ১৯৯২ সালের পর থেকে উক্ত জাতি দুটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও আমরা দেখতে পেয়েছি জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও সহসভাপতির পদে নমঃশূদ্রদের থেকে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা এগিয়ে আছে, এর ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আলোকপাতও করেছি। এই পরিচ্ছদে আমরা তত্ত্ব ও তথ্য হিসাবে ভারতের সংবিধানের পঞ্চায়েতি আইনের ধারাগুলি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত দপ্তর দ্বারা প্রাকাশিত দলিল ও পুস্তক-পুস্তিকা এবং গবেষকদের দ্বারা প্রকাশিত গবেষণা পত্র ও পুস্তক ও সংবাদ পত্র-পত্রিকা এবং কিছু সংখ্যক মানুষের নিকট থেকে গবেষণার প্রয়োজনে প্রশ্নমালা করে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যও নেওয়া হয়েছে, নমুনা হিসাবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক আন্দোলনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও নমঃশূদ্রদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতার আগের ভারতের দলিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিয়ে পর্যালোচনা করতে হয়েছে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতানুসারে। এক্ষেত্রে আমরা দলিত আন্দোলনের ভূমিকায় নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও জাতীয় রাজনৈতিক দলের এবং বিভিন্ন

সময়ে জাতীয় তথা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও দলিত রাজনৈতিক দলের হয়েও এদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক তথ্য ও তত্ত্ব হিসাবে বহুসংখ্যক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন গবেষকের পুস্তক-পুস্তিকা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারের পত্র-পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত যুক্তি নেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, উপসংহারে আমরা ভারতের হিন্দুসমাজের জাতিভেদের প্রেক্ষাপট ও জাতিভিত্তিক রাজনীতি ও দলিত শব্দের তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা এবং নমঃশূদ্র ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট তথা ১৯৭১ - ২০১৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে, লোকসভায়, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায়, পঞ্চায়েতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ভূমিকা নিয়ে ও গবেষণার মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। সংযোজনীতে গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের সমাজ, জনবিন্যাস, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভূমিকা, রাজনৈতিক আন্দোলনের জাগরণকল্পে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, আন্দোলনে ব্যবহৃত চিঠিপত্রগুলিকে এখানে তথ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক ও সহযোগী সূত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

## গ্রন্থপঞ্জি


১) Bandyopadhyay, Sekhar, *Caste, Protest and Identity in Colonial India The Namasudras of Bengal, 1872-1947, Second Edition* (With a new Postscript) Oxford University Press, London, 2011.

২) বিশ্বাস, ডঃ উপেন্দ্রনাথ, বঙ্গ মূলনিবাসী একটি জনগোষ্ঠী, বঙ্গ পাঠক প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

৩) Chatterjee, Debi, *dalit rights/human rights*, Rawat Publications, New Delhi, 2011 .

৪) Kothari, Rajni, (edited), Caste in Indian Politics, (First published by Orient Longman Pvt. Ltd. 1970) Orient Blackswan impression, New Delhi, 2010.

৫) Palshikar, Suhas, Suri, K.C., Yadav, Yogendra (edited), Party Competition in Indian States, "Electoral Politics in Post-Congress Polity" Oxford University Press, New Delhi, 2014.

৬) Kothari, Rajni, Politics in India, (First published by Orient Longman Pvt. Ltd. 1972) Orient Blackswan impression, New Delhi, 2013.

৭) Palanithurai, Ganapathi, Dalit and Dalit Representative in Rural Local Governance Voices from the Field, Concept Publishing Company PVT., LTD. New Delhi, 2013.

৮) করণ, মহেন্দ্রনাথ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়-কুল-প্রদীপ, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল কর্তৃক পুনর্মুদ্রণ, তেতুলবেড়িয়া, কলকাতা, ২০০১,

৯) নস্কর, ধূর্জটি, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ১৯৯৬।

১০) দাস, নরেশচন্দ্র, নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাঙ্গলাদেশ, দীপালি বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯৭, (দ্বিতীয় সংস্করণ)

১১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর; দাসগুপ্ত, অভিজিৎ, (সম্পাদিত) জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮।

১২) মণ্ডল, জগদীশ চন্দ্র, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ ও বাবা সাহেব আম্বেদকর, বিশ্বাস পাবলিশার, কলকাতা, ১৯৯৯,

১৩) মণ্ডল, জগদীশ চন্দ্র, মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃ কারা এবং কেন ? বঙ্গদর্শন প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

১৪) সিকদার, রণজিত কুমার, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭।

১৫) সিকদার, রণজিত কুমার, বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডঃ আম্বেদকর, ডঃ আম্বেদকর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬।

১৬) ঠাকুর, প্রমথ রঞ্জন, আত্মচরিত বা পূর্বস্মৃতি, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুর নগর, উত্তর ২৪ পরগনা , পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৫।

১৭) হালদার, নরোত্তম, গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, ২০০০।

১৮) হালদার, নরোত্তম, গঙ্গারিডি ও অন্যান্য প্রবন্ধ, দক্ষিণায়ন, কলকাতা, ২০০৬।

১৯) চ্যাটার্জী, দেবী, পতিত, ক্যাম্প, কলকাতা, ২০০২।

২০) নস্কর, সনৎকুমার, (সম্পাদক), পৌণ্ড্র-মনীষা (দ্বিতীয় খণ্ড) পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১৩।

২১) নস্কর, সনৎকুমার, (সম্পাদক), পৌণ্ড্র-মনীষা (তৃতীয় খণ্ড) পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১৪।

২২) নস্কর, সনৎকুমার, (সম্পাদক), পৌণ্ড্র-মনীষা (৪র্থ খণ্ড) পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ, কলকাতা, ২০১৫।

২৩) মোহান্ত, ডঃ নন্দদুলাল, মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, ঊষা প্রেস, কলকাতা, ২০০২।

২৪) হালদার, মহানন্দ, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত, শ্রী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, সংঘাধিপতি মতুয়া মহাসংঘ কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত সংরক্ষিত ও প্রকাশিত, ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগনা , পশ্চিমবঙ্গ, ২০১২।

.....

**তত্ত্বাবধায়ক**

**ড. পার্থ প্রতিম বাসু**

**অধ্যাপক**

**আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ**

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**

**কোলকাতা - ৭০০০৩২**

.....

**গবেষক**

**স্বপন সরকার**

**আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ**

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**

**কোলকাতা - ৭০০০৩২**